এস.এম.পিকচার্সের

প্রভাতের রঙ

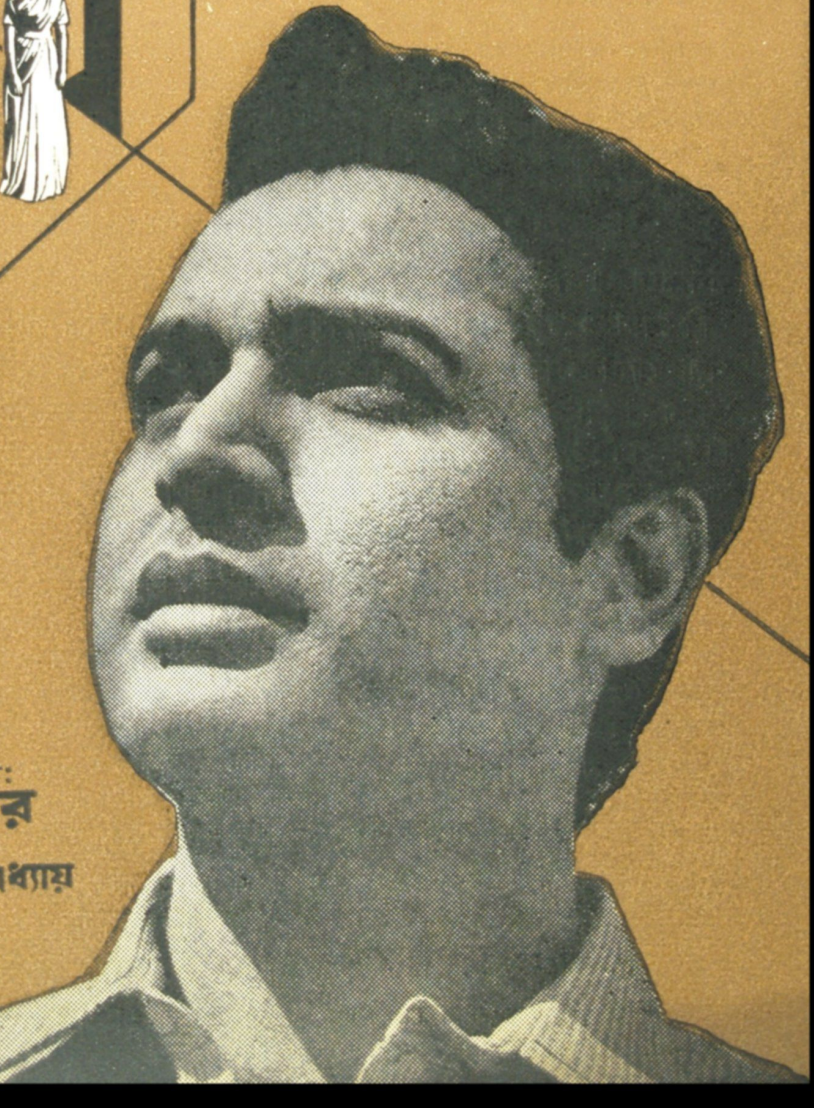

পরিচালনা:
অজয় কর
সংগীত:
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এস. এম. পিকচার্সের নিবেদন

প্রভাতের রঙ

পরিচালনা : **অজয় কর**

সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জী**

॥ ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের "মুক্তবিহঙ্গ" উপন্যাস অবলম্বনে ॥

প্রযোজনা : **হেমেন মিত্র** ॥ চিত্রনাট্য : **হীরেন নাগ** ॥ গীতরচনা : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** ॥ চিত্রশিল্প : **বিশু চক্রবর্তী** ॥ শব্দগ্রহণ : **অতুল চ্যাটার্জী** ॥ সম্পাদনা : **সন্তোষ গাঙ্গুলী** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **কার্তিক বসু** ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ চিত্রপরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা ॥ রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী ॥ প্রধান কর্মসচিব : **ক্ষিতীশ আচার্য** ॥ ব্যবস্থাপনা : বাসু ব্যানার্জী ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : **হীরেন নাগ** ॥ পটশিল্প : বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল ॥ সাজসজ্জা : দাশরথি দাস, বিশ্বনাথ দাস ॥ যন্ত্রসংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্টা ॥ প্রচার পরিকল্পনা : সিনে এপিক ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ প্রচার পরিচালনা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ প্রচারঅঙ্কন : গোরা রায়, এস-স্কোয়ার ॥ কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখার্জী, চিত্ত মুখার্জী ও অমল মুখার্জী।

সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : নরেশ রায় • স্বদেশ সরকার ॥ সংগীতে : সমরেশ রায় ॥ চিত্রশিল্পে : কে, এ রেজা • নির্মল মল্লিক ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ • বীরেন নস্কর ॥ সম্পাদনায় : অরবিন্দ ভট্টাচার্য ॥ শিল্পনির্দেশনায় : মজেদ, রহমান ও হেম দাস ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ইভাল, ভোলা সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ ॥ চিত্র পরিস্ফুটনায় : অবনী রায় • তারাপদ চৌধুরী ॥ রূপসজ্জায় : পরেশ দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : রমনী দাস • আনল মণ্ডল ॥ আলোক সম্পাতে : দুলাল শীল • শম্ভু ব্যানার্জী • নিতাই শীল • শৈলেন দত্ত • ভণ্ডে সিং • হরিপদ হাইত ॥

রূপায়ণে ॥ **বিশ্বজিৎ * শর্মিলা ঠাকুর * বিকাশ রায় * রবি ঘোষ * তরুণ কুমার * বীরেশ্বর সেন * মঞ্জু দে * লিলি চক্রবর্তী * পদ্মা দেবী * স্মিতা মজুমদার * রুবি মিত্র * রমা গুহ * শ্রীমান গৌতম,** তাপস গাঙ্গুলী, অনিন্দ্য ঘোষ, নৃপতি চ্যাটার্জী, ননী মজুমদার, অমর বিশ্বাস মিন্টু দাশগুপ্ত, ডাঃ রণজিৎ সান্যাল, ডাঃ সুরেন দাস, ডাঃ লালমোহন মুখার্জী, অশোক মুখার্জী, খগেন পাঠক, তিনু ঘোষ, প্রশান্ত সুর, পান্নালাল চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, ভোলানাথ কয়াল, সত্য ব্যানার্জী, সতু মজুমদার, মিটু বাহাদুর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডাঃ এইচ, কে, ইন্দ্র (প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) • ডাঃ এ, কে, মণ্ডল (প্রিন্সিপ্যাল আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) • ডাঃ আর, কে, পাল (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) • ডাঃ সি, সি, সাহা (প্রফেসর, অফ মেডিসিন, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) • ডাঃ অজিত অধিকারী • ডাঃ মণীশ প্রধান • ডাঃ লালমোহন মুখার্জী • ডাঃ সুশীল ব্যানার্জী • আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রবৃন্দ • আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মীবৃন্দ • শৈলজানন্দ মুখার্জী • এইচ, ব্যানার্জী এ্যাণ্ড মুখার্জী প্রাঃ লিঃ • ডি, রতন এ্যাণ্ড কোং • টি, পি, রুংটা • অরুণকুমার মিত্র • সত্যনারায়ণ খাঁ এম, এল, এ, • শান্ত মুখার্জী • আশীষ রায় • প্রকাশ সিন্‌হা • সুরের ডায়েরী • প্রবোধকুমার সিংহ (এ্যাডভোকেট) • প্রণব বসু এবং উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ পত্রিকা।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত এবং "ওয়েষ্ট্রেক্স" শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত ও শব্দ পুনর্যোজিত ॥

একমাত্র পরিবেশক : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন ॥ সম্পাদনা : নিতাই দত্ত ॥ মুদ্রণ : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।

কাহিনী

বাবা আর মা আমার নাম রেখেছিলেন অশোক। আশা ছিল পৃথিবীর কোন শোক আমাকে স্পর্শ করবে না। আরও একটা মস্তবড় আশা ছিল তাঁদের। আমি যেন একজন বড় চিকিৎসক হই। মস্তবড় চিকিৎসক। আমি যেন মৃত্যুপ্রায় মুমূর্ষুকে নবজীবন দান করে পৃথিবীর শোক হরণ করতে পারি।

প্রথম যেদিন আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে এসেছিলাম—সেদিন মনে ছিল অনেক সংশয়। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার প্রথম দিনই পেয়ে গেলাম তিনজন বন্ধু। আমার পরবর্তী জীবনে যারা বহু আলোড়ন এনেছে। বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এই তিন বন্ধুর প্রথম জন মৃগাঙ্ক। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। স্বল্পভাষী। অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করা—দুটোরই ঘোরতর বিরোধী। দ্বিতীয়জন সুধাব্রত। ভাবুক প্রকৃতির। শিল্পী। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তার সময় কাটে ছবি এঁকে। তৃতীয়জন সৃষ্টিধর। অত্যন্ত ছটফটে প্রকৃতির। ভয়ানক আমুদে। পৃথিবীর কোন দুর্ভাবনা তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

হোস্টেলে একই ঘরে আমরা চারজনে স্থান করে নিলাম। হাতে হাত রেখে চারজন শপথ নিলাম :

একসাথে থাকবো
এক পথে চলবো
একই কথা বলবো

এইভাবে হেসে-খেলে আনন্দ করে দুটো বছর কাটিয়ে দিলাম। এলো পরীক্ষা। আমার দুর্ভাগ্য, বেশ

ভালভাবে পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ফেল করে বসলাম। ভয়ানক মুষড়ে পড়লাম। ভাবলাম ডাক্তারী পাশ করা আমার দ্বারা হবে না। দেশে ফিরে যাব মনস্থ করলাম। বাধা দিল মৃগাঙ্ক। নতুন করে উদ্দীপিত করল আবার পরীক্ষা দেবার জন্যে।

তাই মেনে নিলাম। অবশেষে ছ মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম।

এবার আর এক নতুন জগৎ। এবার আর ডিসেকসান রুমে মরা মানুষ নিয়ে কারবার নয়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জ্যান্ত রোগীদের নিয়ে পড়তে হল।

ডাঃ সদাশিব বসু। আমাদের মেডিসিনের প্রফেসর। ভয়ানক রাশভারী এবং রগচটা মানুষ। প্রথম দিনই ওয়ার্ডে এসে আমার নতুন নামকরণ করলেন 'কবিচাঁদ'। সেই সঙ্গে শাসিয়ে গেলেন আগামীকাল যদি দেখেন যে আমি আমার জন্য নির্দিষ্ট বেডের রোগীকে ঠিকমত পরীক্ষা না করি তবে ওয়ার্ড ইনকমপ্লিট করে দেবেন। তার মানে আমার পরীক্ষা দেবার দফা ইতি।

কিন্তু ওয়ার্ড কমপ্লিট করতে গিয়ে পড়ে গেলাম এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে। আমার জন্য নির্দিষ্ট বেডটির গায় লেখা **'Not to be examined'**। তাহলে? স্টাফ নার্সকে অনেক অনুরোধ করলাম। তিনি নিয়ম ভাঙতে দিতে রাজী নন। চোখের সামনে ভেসে উঠল ডাঃ সদাশিব বোসের ক্রুদ্ধ চাউনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যাব মনে করেছি, এমন সময় আহ্বান এল স্নেহজড়িত মধুর কণ্ঠে। আহ্বান জানিয়েছেন রোগিনী নিজেই। তিনি অনুমতি দিলেন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য। কিন্তু আমার আনাড়ী হাতের পরীক্ষা তাঁর হাসির খোরাক জোগাল। অবশেষে রোগিনীর কাছেই শিখে নিতে হল পরীক্ষার রীতি-নীতি। বুঝলাম রোগিনী একজন ডাক্তার। বিস্তারিত পরিচয় পেয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখলাম। রোগিনীর নাম ডাঃ বেলা বসু। ডাঃ সদাশিব বসুর স্ত্রী।

এবারে আর দুর্বাসার হাত থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু সে বিপদ থেকে বাঁচালেন ডাঃ বেলা বসু। ওঁদের কোন ছেলেপিলে নেই। আমি সেই স্থান খানিকটা পূর্ণ করলাম বলে মনে হলো। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো। সে ওই স্টাফ নার্স কল্যাণী।

সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল আর এক রোগিনীর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে। কল্যাণীর উৎসাহ না পেলে সেই রোগিনীকে সুস্থ করে তোলা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

একদিন এক নতুন নার্সকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখটা যেন চেনা চেনা। সত্যিই তাই। সোনাহাসিনী। ছোটবেলায় আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো। তারপর আমরা চলে এসেছি। ওদের সম্বন্ধে আর কোন খবর জানা ছিল না।

এখন জানলাম। শুনলাম ওর বিয়ে হয়েছিল। তারপর এক দুর্ঘটনায় ওর স্বামী মারা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে নার্স-গিরি।

ইতিমধ্যে সুধাব্রতর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল। ওর বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ও চলে গেল। আর ফিরে এল না। ওর চিঠিতে জানলাম, ওর বাবা মারা গেছেন। সংসারের দায়িত্ব ওর ঘাড়ে। সুতরাং পড়াশোনার ইতি। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

এর মাঝখানে আর এক বিপদ। ডাঃ বেলা বসু আবার সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপারেশন করা হলো। রক্ত চাই। ছুটলাম ব্লাড ব্যাঙ্কে। কুলোলো না। আরও চাই। আবার ছুটলাম। নেই। রক্ত নেই! সর্বনাশ। নিজের রক্ত দিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো গেল না। নতুন করে আবার একবার মাতৃহারা হলাম আমি।

ডাঃ বেলা বসুর জন্যে আমার রক্ত দেওয়ার ব্যাপারটা কল্যাণী তাদের বাড়িতে গল্প করেছিল। তাই শুনে তার ছোট ভাই সোমেশের

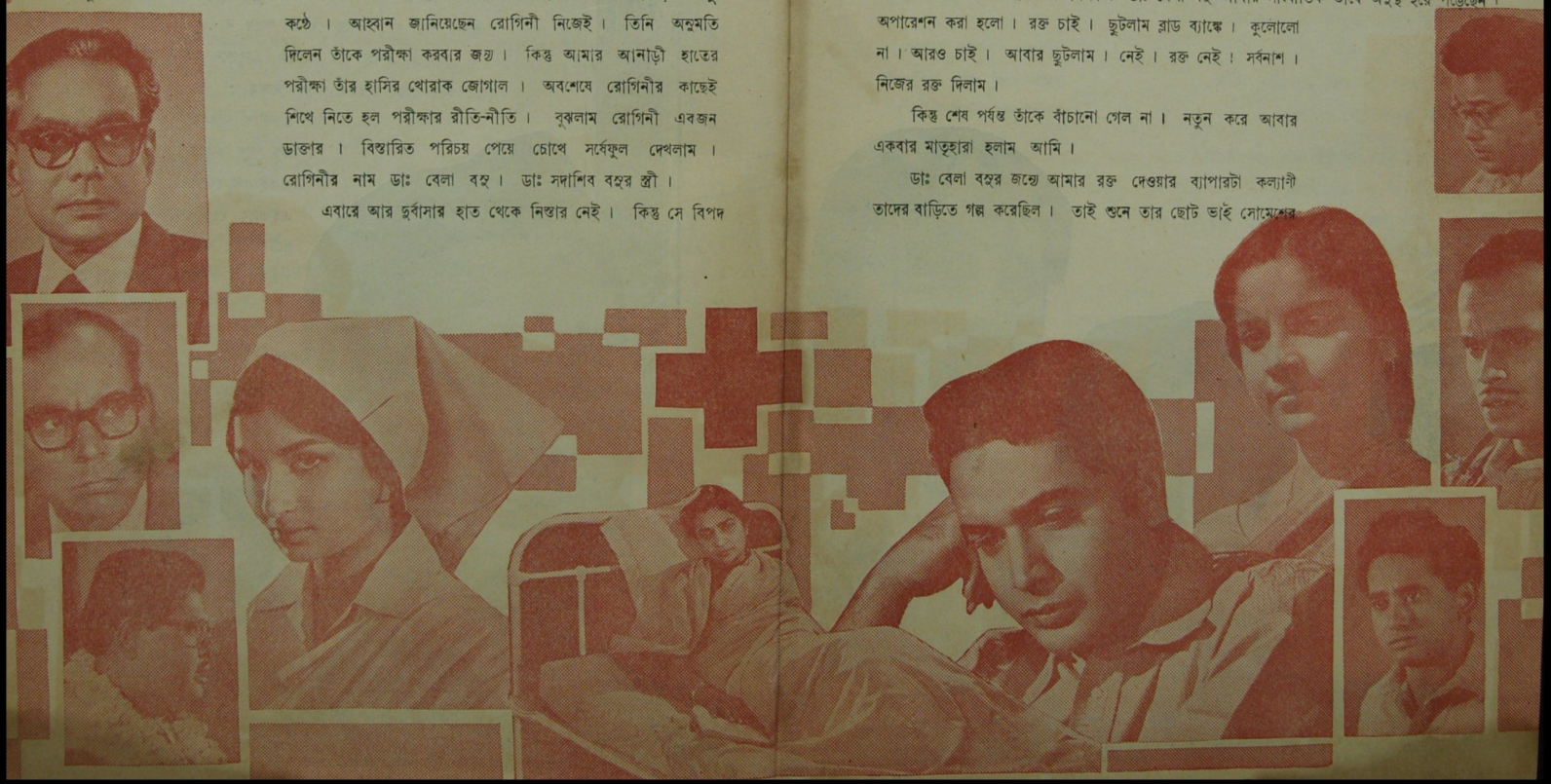

ভারি ইচ্ছে আমাকে একবার দেখে। কল্যাণীর অনুরোধে ওদের বাড়িতে একদিন গেলাম। আমার নিজের ইচ্ছেও কম ছিল না। বড় ভাল লাগলো কল্যাণীর মা আর ছোট ভাইকে।

এদিকে সৃষ্টিধর সোনাহাসিনীর প্রেমে পড়েছে। ঘোরতর ভাবে পড়েছে। কিন্তু সোনাহাসিনীর মনের ইচ্ছেটা ও আজও জানতে পারেনি।

ওদিকে কল্যাণীর ভাই সোমেশের Mitral Stenosis হয়েছে। তাকে ইমিডিয়েটলি অপারেশন করা দরকার। কল্যাণী কিছু ভাবতে পারছে না। কি করি? কার সঙ্গে যুক্তি করি?

কল্যাণীর সঙ্গে একদিন রাত্রে ফিমেল ওয়ার্ডে দেখা করে জানালাম, সোমেশকে অপারেশন করব।

কল্যাণীর সঙ্গে আমার এই দেখা করার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে প্রিন্সিপ্যালের কাছে কমপ্লেন করা হয়েছে খবর পেলাম। কে করল? আমার সঙ্গে তো কারও শত্রুতা নেই। তবে কি·····

ওদিকে সোমেশের অপারেশনের দিনও এগিয়ে আসছে। এদিকে কল্যাণীকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে একই অভিযোগের ভিত্তিতে। ওদেরই বা চলবে কি করে? আমার জন্যে শেষপর্যন্ত কল্যাণীকেও শাস্তি পেতে হলো·····

মৃগাঙ্কও নেই। সে দূর মফঃস্বলে এক সেবাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছে।

আমি এখন কি করি····· কি করি·····

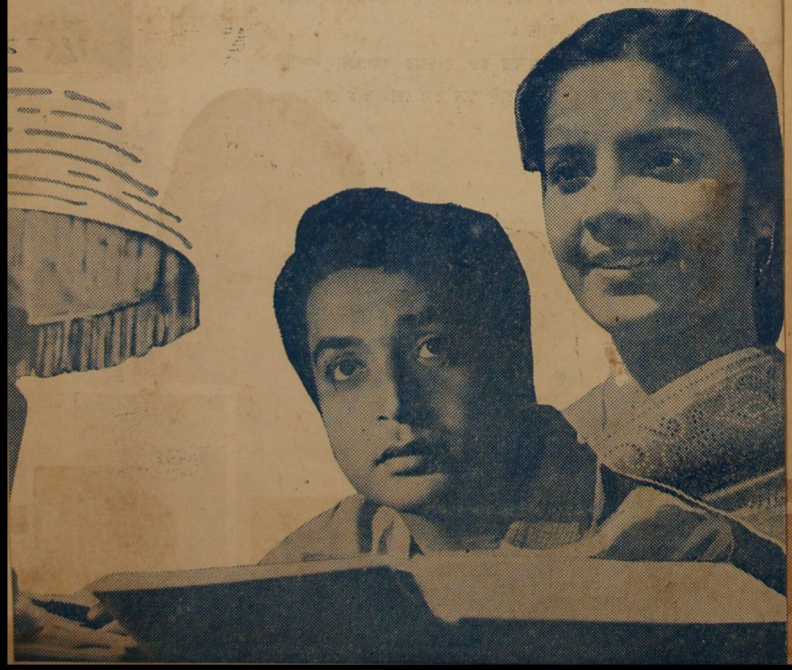

সঙ্গীত

॥ ১ ॥

আমরা শপথ নিলাম
একসাথে থাকবো
এক পথে চলবো
একই কথা বলবো
শপথ নিলাম।

যা ভাবার একসাথে ভাববো
সব কিছু মিলে মিশে করবো
চিরদিনই আলো আর আঁধারে
সুখে দুখে হাতে হাত ধরবো।।

থাকবেনা বিদ্বেষ হিংসা
ভুলে যাব যত কিছু স্বার্থ
শপথের এই শুভ গ্রন্থি
ছিঁড়বেনা কোনদিনই আর তো।।

জীবনের এই জয়যাত্রায়
যেতে হবে জানিনা তো কোন দূর
মুছে দিয়ে সব বাধা বিঘ্ন
বন্ধুর পথ হবে বন্ধুর।।

॥ ২ ॥

আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়োনা তুমি
এ লগন আসেনি আগে
এই স্বপ্ন আমার যেন দিওনা ভেঙ্গে
আজ সব কিছু ভাল লাগে

একটি ভ্রমর যেন ফিরিতে পারেনি তার ঘরে
রাত জেগে গুণ গুণ করে
তারই সুরে যেন মোর এই অঙ্গে
জানিনা কি রোমাঞ্চ জাগে।

ছন্দে ছন্দে আজ আমারই এ মন যেন ভরে
জানিনাতো এ কি সুর ঝরে
বুঝি আজ অরূপেরই অপরূপ স্পর্শে
ভরে গেছি একি অনুরাগে।।

মাধবী পিকচার্সের নিবেদন

সোনের আলো

পরিচালনা· **সলিল দত্ত**
সংগীত· **রবীন চ্যাটার্জী**
ভূমিকায়
উত্তম·সাবিত্রী·ললিতা চ্যাটার্জী

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন
শম্ভু মিত্র· অমিত মৈত্রের
নাটকাবলম্বনে

কাঞ্চন রঙ্গ

পরিচালনা·**অমর গাঙ্গুলী**
ভূমিকায়·**তৃপ্তি মিত্র·অরুণ মুখার্জী·গঙ্গাপদ**
লতিকা বসু·সুব্রতা·বিপিন গুপ্ত·শোভেন

চণ্ডীমাতা
ফিল্মস
পরিবেশিত
আগামী
ছবি

ডি.আর.প্রোডাকসন্স-এর
নিবেদন

আলোর পিপাসা

পরিচালনা·**তরুণ মজুমদার**
সংগীত·**হেমন্ত মুখার্জী**
ভূমিকায়·সন্ধ্যা রায়·বসন্ত চৌধুরী
পাহাড়ী·অনুপ·ভানু প্রভৃতি

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

অভয়া ও শ্রীকান্ত

পরিচালনা·
হরিদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীকান্তের ভূমিকায়·
গুরু দত্ত